‘প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ ১০০ আসনে ছাড় দেবে’

আবদুল জলিল, সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

এক কথা দিয়েই পুরো বাংলাদেশের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন আবদুল জলিল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যখন তিনি মনোনীত হন, তখনো আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেননি আবদুল জলিলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। অবশ্য এখনো আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা সাধারণ সম্পাদকের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গোপন আলোচনায়। আর ক্ষমতাসীন বিএনপি তো প্রতিদিনই বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে ৩০ এপ্রিলের আলটিমেটাম নিয়ে। ২৭ মার্চ সকালে আবদুল জলিলের কাছে জানতে চাওয়া হয় দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার বক্তব্য সম্পর্কে ... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোহসিউল আদনান** ও **জয়ন্ত আচার্য**

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত বছরের শেষদিকে আপনি বলেছিলেন মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটবে। কয়েক দিন আগে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকার পতনের আলটিমেটাম দিলেন। তাহলে কি আপনি গত বছরই হিসাব করে রেখেছিলেন এপ্রিলে সরকারের পতন ঘটবে?

আবদুল জলিল : আমি নবেম্বরে বলেছিলাম মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে এ সরকারের পতন ঘটবে। এপ্রিল মাস ৩০ দিনের। তাই নেচারালি সরকার পতনের তারিখ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। হ্যাঁ, এরকম একটা হিসাব তো আগে থেকেই ছিল।

২০০০ : ক্যালকুলেশনটা আপনি কিভাবে করেছিলেন?

আবদুল জলিল : ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করেছি তা বলবো না। তবে প্রেক্ষিতটা বলতে পারি। হিসাবটা কিভাবে করেছিলাম সেটা বললে তো পাবলিক হয়ে যাবে। এখনও পাবলিকলি এটা বলার সময় আসেনি। আমার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে। আমি সেই হিসাব থেকেই বলেছি। এ দেশের দীর্ঘদিনের যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, আন্দোলন-সংগ্রামের যে ইতিহাস এবং সবকিছুর উপরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্ক- সব কিছু মূল্যায়ন করে আমি দেখেছি মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

২০০০ : তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের মাধ্যমে পতন হবে সরকারের?

আবদুল জলিল : আমি একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই। আওয়ামী লীগ অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা বদলে বিশ্বাস করে না। আমরা গণবিপ্লবের মাধ্যমে এ সরকারের পতন ঘটাতে চাই। সেই পদত্যাগের জন্য আন্দোলনের যত মাত্রা আছে তা আমরা ব্যবহার করবো। জনগণের সম্পৃক্ততার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আমরা আন্দোলনের কর্মসূচি দেবো।

২০০০ : আন্দোলন কিন্তু এখনো সরকার পতনের পর্যায়ে যায়নি ...

আবদুল জলিল : তদানীন্তন পাকিস্তানের আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন, ’৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ’৯৬-এ খালেদা জিয়ার অবৈধ নির্বাচনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন- সব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আপনি দেখবেন, আন্দোলন চরম মুহূর্তে পৌঁছে যাবার পর ৭ থেকে ১৫ দিন বেশি সময় সরকারের পতনের জন্য নেয় না। আমি নবেম্বর মাসে বলেছিলাম ছয় মাসের মধ্যে আন্দোলনটাকে একটি চরম মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারবো। চরম দিকে নিয়ে গেলে ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাধ্য হবে সরকার রিজাইন দিতে।

২০০০ : আপনার দাবি কী?

আবদুল জলিল : আমার দাবি মধ্যবর্তী নির্বাচন।

২০০০ : মধ্যবর্তী নির্বাচন চান কেন?

আবদুল জলিল : এ সরকার বাংলাদেশের যে অবস্থা করেছে, অতীতে কোনো সরকারের আমলে এমন অবস্থা ছিল না। দেশে এখন আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই, সন্ত্রাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। দুর্নীতি মানুষের জীবনে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সরকারি দলের মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, তার সন্তান, পরিবার-পরিজন এ দেশের সম্পদ লুট করছে। প্রধানমন্ত্রীর বড় ছেলে তারেক রহমান বিদেশে ইন্ডাস্ট্রি, পার্ক, শপিং মল দিয়েছে। ছোট ছেলে আরাফাতও নেমে পড়েছে। রোড ভাঙা-গড়া, সাইন-বোর্ড ব্যবসা তার। সব ব্যবসায় তাদের শেয়ার। দেশে চলছে পারিবারিক লুণ্ঠন। আসলে এ অবস্থায় একটা দেশ চলতে পারে না। এমন খারাপ অবস্থার কারণে এখন মধ্যবর্তী নির্বাচন চেয়েছি। এ কথা আমি আবারও বলতে চাই, এত খারাপ

অবস্থা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতিতে কোনো দিন ছিল না। আসলে এগুলো ক্যালকুলেশন করেই আমি বলেছিলাম মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে সরকার বিদায় নেবে। ৩০ এপ্রিল হতে তো এখনো ৩৪ দিন আছে। পতনের জন্য ৩৪ দিন যথেষ্ট সময়।

২০০০ : আপনি প্রধানমন্ত্রীর পরিবার দ্বারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের কথা বলছেন। তারেক রহমান কিন্তু এসব অভিযোগ সবসময়ই অস্বীকার করেছেন। আপনাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে?

আবদুল জলিল : অবশ্যই প্রমাণ আছে। সময় মতো আপনাদের সব কাগজপত্র দেখানো হবে।

২০০০ : ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই কেন সরকারের পতন চাচ্ছেন?

আবদুল জলিল : আমি একটি কথা বলেছি, এ দেশের আন্দোলনের ইতিহাসে আবহাওয়াগত একটা প্রভাব রয়েছে। মে থেকে বর্ষাকাল শুরু হবে। বর্ষাকালে এ দেশে কোনো দিন আন্দোলন হয় না। এপ্রিলের পর যদি এ সরকার থেকে যায় তাহলে সরকার আরো এক বছর সময় পাবে। এই এক বছর যদি পায়, তাহলে এ সরকার এ দেশের মানুষের হাড়ও রাখবে না। তারা মানুষের চামড়া, মাংস তো খাচ্ছে। আরও এক বছর সময় পেলে হাড্ডিটাও খেয়ে ফেলবে। এ সরকারকে এ কারণেই আর ক্ষমতায় রাখা যাবে না।

২০০০ : তাহলে আপনি নিশ্চিত সরকারের পতন হচ্ছে?

আবদুল জলিল : এ সরকারের পতনের ঘণ্টা তো বেজে গেছে। এক মন্ত্রী গেছে, দুই এমপি গেছে। আরো ২০-৩০ জন এমপি পদত্যাগ করার জন্য লাইনে আছে। গতকালও বিএনপির দুই এমপি এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে।

২০০০ : আপনি কি তাদের আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা বলেছেন?

আবদুল জলিল : না, আমি তাদের আওয়ামী লীগে আসতে বলিনি। আমি বলেছি, আপনাদের বিবেক যদি মনে করে এ সরকারের ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়, তাহলে আপনারা পদত্যাগ করতে পারেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

২০০০ : আপনি তাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখতে বলেছেন। আবার বি. চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিতেও বলেছেন। আপনি কি মনে করেন বি. চৌধুরী বিবেকবানের আশ্রয়স্থল হতে পারে?

আবদুল জলিল : বি. চৌধুরীর বিষয়ে আমার রিজার্ভেশন রয়েছে। তিনি গত নির্বাচনে সাবাস বাংলাদেশ নামে একটি অনুষ্ঠান করেছেন। বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে

'এ সরকারের পতনের ঘণ্টা তো বেজে গেছে। এক মন্ত্রী গেছে, দুই এমপি গেছে। আরো ২০-৩০ জন এমপি পদত্যাগ করার জন্য লাইনে আছে। গতকালও বিএনপির দুই এমপি এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে'

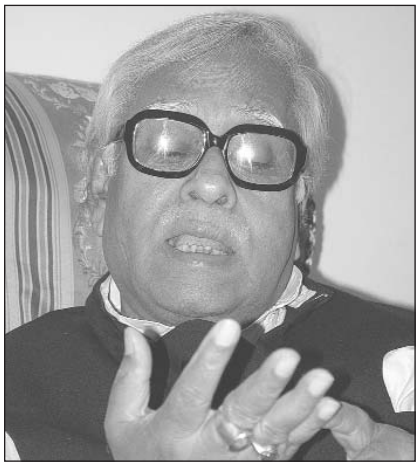

জিজ্ঞেস করবো, আপনি সাবাস বাংলাদেশ নির্মাণ করেছিলেন, এখন করেন না কেন? আমি মনে করি, রাজনীতিতে লড়তে হলে জনভিত্তি ও সাহসের প্রয়োজন। অন্য কোনো শক্তির ওপর ভর করে হবে না। তিনি আজ যে সাহস দেখাচ্ছেন, এ সাহস রাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগের সময় দেখালে দেশের রাজনীতি অনেক দূর এগিয়ে যেত। এদের টু-থার্ড মেজরিটির দৌরাত্ম্য কমে যেত। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের কোথাও সুধী সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা করেন দেশের রাজনৈতিক নেতারা। তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা করতে পারেন। রাষ্ট্র পরিচালনা একটা ভিন্ন বিষয়। সুধী সমাজ দিয়ে তো তা সম্ভব নয়।

২০০০ : তাহলে বদরুদ্দোজার সঙ্গে আপনাদের কোনো কথাই হয়নি?

আবদুল জলিল : না। তার সঙ্গে কথা হবে কেন? বিকল্প ধারা তো রাজনৈতিক দল নয়। তবে বিকল্প ধারা রাজনৈতিক দল হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তার সঙ্গে কথা হতে পারে।

২০০০ : আপনি বলছেন, আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। বিভিন্ন কর্মসূচিও দিচ্ছেন সে লক্ষ্যে। কিন্তু আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা, তাতে সরকার পতনের তো সম্ভাবনা নেই? আপনি কিভাবে এতটা আশাবাদী হচ্ছেন?

আবদুল জলিল : কৌশলটা এখনই বলবো

'আপনাদের বিবেক যদি মনে করে এ সরকারের ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়, তাহলে আপনারা পদত্যাগ করতে পারেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন'

না। তবে ট্রাম্পকার্ড আমার হাতে আছে। আমি যথাসময়ে এ কার্ডের সদ্ব্যবহার করবো। এপ্রিলের ২০ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটতে পারে।

২০০০ : সরকারের পক্ষ থেকে তো পতনের এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

আবদুল জলিল : আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, এরশাদ যখন পদত্যাগপত্রে সই করেছেন, তখনও মওদুদ আহমদ বক্তৃতা দিয়ে বলছিলেন, এক দিন আগেও পদত্যাগ করা হবে না। এই মওদুদ আহমদরাই তো তখন দেশ চালাচ্ছেন। এদের তো কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই। মূলত এই আদর্শহীন রাজনৈতিক লোকেরা দেশকে পরিচালনা করছে। তাদের হাতে দেশটিকে চলতে দেয়া যায় না। নানা ব্যর্থতা দেখে সরকার নিজেও তো অস্থির হয়ে পড়েছে। ভয়ভীতিতে পড়েছে। দেখলেন না, এক মাস পার্লামেন্ট মুলতবি করে দিয়েছে!

২০০০ : আপনি রাজনীতিতে আদর্শহীনতার কথা বলেছেন। রাজনীতি কি রাজনীতিবিদদের হাতে আছে?

আবদুল জলিল : আমি একটি সেমিনারে এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলাম। সেখানে মান্নান ভুঁইয়া সাহেবও ছিলেন। আমি বলেছিলাম এ দেশের রাজনীতি রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আজকে সংসদে শতকরা ৬৫ ভাগ ব্যবসায়ী। ২৫ ভাগ মাস্তান। আমাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে। আমাদের দলে ২-৪ জন সন্ত্রাসী থাকতেও

পারে। ২-৪ জনের জন্য যদি আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতি হয়, এদের তো ২ হাজার সন্ত্রাসী আছে। এই ২ হাজার সন্ত্রাসীর জন্য এদের আজন্ম ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। ব্যবসায়ীরা তো পার্লামেন্টে ইনভেস্ট করে। তারপর মুনাফাসহ তুলে নিয়ে যায়। এদের দ্বারা তো রাজনীতি হতে পারে না। একজন রাজনৈতিক কর্মী সারা জীবন লড়াই-সংগ্রাম করলো, একজন আমলা অবসর নিয়েই এমপি হলেন, মন্ত্রী হলেন। এ প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে এ দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির বিকাশ হবে না। এই জন্য মান্নান ভুঁইয়াকে আমি বলেছিলাম, আসুন সুস্থ ধারায় রাজনীতি করি। দুই দলকে আমলা, ব্যবসায়ী ও মাস্তানদের সম্পর্কে কমিটমেন্ট করতে হবে। আমি বের করে দিলে আপনি প্রশ্রয় দিবেন না। বড় দুই দলে তারা আশ্রয় না পেলে তাদের মাস্তানি টিকবে না।

২০০০ : আপনি নিজ দলেও তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন?

আবদুল জলিল : আমি ইমপ্লিমেন্ট করলে কি হবে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর এক আমলা এম কে আনোয়ার বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে চার ঘণ্টা বসে ছিল। আমরা তাকে বলেছি, আপনাকে নমিনেশন দিতে পারবো না। আপনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কালো তালিকায়। তখন বিএনপির কাছে গিয়ে সে পনেরো মিনিটে নমিনেশন পেয়েছে। এখন তো সে মন্ত্রী। তাই আমি একা রিফিউজ করলে লাভ কি হবে। আসলে রাজনীতির আদর্শগত দিকটা আপনাকে, আমাকে উভয়কেই মানতে হবে। আমি মানবো, আপনি মানবেন না, তা হয় না।

২০০০ : আওয়ামী লীগের একার পক্ষে কী আদর্শ মেনে চলা সম্ভব নয়?

আবদুল জলিল : আমরা আমাদের নীতি-আদর্শে অবিচল থাকার চেষ্টা করছি। আমি আমার আদর্শ নিয়ে চলবো। জনগণকে মূল্যায়ন করতে হবে। সুধীজনকে মূল্যায়ন করতে হবে। এ কারণে আপনাদের মতো কলামিস্ট, সাংবাদিকদের মূল্যায়ন করতে হবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। আপনাদের মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। জনগণকে বুঝতে হবে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এক নয়।

২০০০ : সম্মেলনের পরে বলেছিলেন, দলকে তৃণমূল পর্যায়ে গোছানো হবে। আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা হবে। এখনো তো অধিকাংশ জেলা-উপজেলায় কমিটি গঠন করা হয়নি?

আবদুল জলিল : আমাদের ৩৫টি জেলা কমিটি হয়ে গেছে। বাকি কমিটিগুলো সম্মেলনের জন্য রেডি রয়েছে। দেশে ৯৫টি থানা কমিটি হয়ে গেছে। শতকরা ৯০ ভাগ ওয়ার্ড কমিটি হয়েছে। আমার সংগঠনের কাজ তো বসে নেই। আসলে আন্দোলনের কারণে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। গত মাসেই আমাদের ৮টি জেলা সম্মেলনের তারিখ ছিল। এ মাসেও ৬টি জেলা সম্মেলনের তারিখ ছিল। আন্দোলনের জন্য সম্মেলন করা সম্ভব হচ্ছে না। আসলে আমরা সাংগঠনিক কাজটি চূড়ান্ত করেছি। সময় মতো সাংগঠনিক কাজ এগিয়েছে। আমরা পুরো বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে চ্যানেলাইজড করে ফেলেছি। আজ সংগঠন পুরোপুরি প্রস্তুত। যেকোনো ধরনের আন্দোলনের জন্য নির্বাচন-উত্তর বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

২০০০ : আন্দোলনে নেতা-কর্মীদের তেমন সম্পৃক্ততা দেখা যাচ্ছে না। তারা তো মাঠে নেই?

আবদুল জলিল : নেতা-কর্মীরা মাঠে নেই এ কথা ঠিক নয়। সব সময় সব নেতার মাঠে থাকতেই হবে এমন কথাও নয়। তবে সব নেতা-কর্মী সরকার পতনের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত।

২০০০ : সরকার পতনের বিষয় নিয়ে তো নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংশয় আছে। আসলে তারাও বুঝছে না কি হবে...

আবদুল জলিল : সব কথা তো কর্মীদের বোঝার দরকার নেই। পার্টির সিদ্ধান্ত ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটাতে হবে। নেতা-কর্মীর দায়িত্ব পার্টির ডিসিশন অনুসারে কাজ করা। সরকার পতনের ক্ষেত্রে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা।

২০০০ : আপনি সরকারবিরোধী আন্দোলনে জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। জোট প্রক্রিয়ার অগ্রগতি কেমন?

আবদুল জলিল : আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব দলের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা অনেকে সাড়া দিয়েছে। যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারবিরোধী জোট গড়ে উঠবে। কথা হয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে। আমি বলেছি এ জোট শুধু আন্দোলনের জোট হবে না, একই সঙ্গে নির্বাচন ও সরকার পরিচালনার জোট হবে।

২০০০ : যাদের নিয়ে জোট গঠন করবেন, তাদের মধ্যে কিন্তু এখনো সংশয় আছে?

আবদুল জলিল : এটা তো আওয়ামী লীগের দোষ না। আমরা খোলা মনে কথা বলেছি। বলেছি আপনারা কে কি চান, তা বলেন। তবে অবশ্যই সেটা বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। এখন ওনারা খোলা মনে কথা না বললে কী করা যাবে! প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ ১০০ আসনে ছাড় দেবে।

২০০০ : ৩০ এপ্রিল ডেটলাইন বেঁধে দিলেন। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে যদি দেশে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, তার দায় কী আওয়ামী লীগের ওপর পড়ে না?

আবদুল জলিল : আওয়ামী লীগ কেন এ দায় নেবে। দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তো সরকারের।

২০০০ : ৩০ এপ্রিলের মধ্যে যদি সরকারের পতন না হয় তাহলে কি হবে?

আবদুল জলিল : যদির কোনো বিষয় নয়। ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই সরকারের পতন হবে। আগামী জুলাই মাসে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

'যদির কোনো বিষয় নয়। ৩০ এপ্রিলের মধ্যেই সরকারের পতন হবে। আগামী জুলাই মাসে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে'